পরিশিষ্ট: ২৪(খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

হল ছাত্র সংসদ

গঠনতন্ত্র

২০২৫

(০১.০৮.২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫৬২তম সিন্ডিকেট সভার ২৫ নং সিদ্ধান্তে অনুমোদিত)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

হল ছাত্র সংসদ

গঠনতন্ত্র

১. নাম, ব্যাখ্যা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) হল ছাত্র সংসদের নাম সংশ্লিষ্ট হলের নামে পরিচিত হবে।

২) হল ছাত্র সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে হলের শিক্ষার্থীদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠিত করা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, একাডেমিক উৎকর্ষতা বা একাডেমিক উন্নয়ন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য হল ছাত্র সংসদ সংশ্লিষ্ট হলে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

ক) হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের অধিকার, চাহিদা ও সমস্যাগুলো হল প্রশাসন এবং আবাসিক শিক্ষকবৃন্দের নিকট উপস্থাপন করা;

খ) হলের আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সাথে অন্যান্য হলের আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মাঝে সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা;

গ) বিতর্ক এবং বক্তৃতার আয়োজন;

ঘ) রিডিং রুম, ইনডোর গেমস রুম ও কমনরুম সংরক্ষণ এবং পরিচালনা;

ঙ) সাহিত্য কার্যক্রম আয়োজন ও সাময়িকী প্রকাশ;

চ) নাট্য প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন;

ছ) হলের সাথে সংযুক্ত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন;

জ) সদস্যদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন;

ঝ) প্রভোস্টের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য কার্যক্রম আয়োজন;

ঞ) সংশ্লিষ্ট হলে সম্প্রীতিমূলক পরিবেশ বজায় রাখা;

ট) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; এবং

ঠ) বিভিন্ন আন্তঃহল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

২. সদস্যপদ

১) নিয়মিত সদস্য:

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়মিত শিক্ষার্থী, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে অবস্থান করছেন বা হলের সাথে সংশ্লিষ্ট, যারা দাপ্তরিকভাবে বার্ষিক সদস্যপদ ফি প্রদান করেছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয় হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সদস্য তথা ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন;

খ) হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হতে হলে শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হতে হবে (যিনি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে স্নাতক, মাস্টার্স, এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত এবং কোনো আবাসিক হলে অবস্থানরত বা সংযুক্ত)।

গ) সান্ধ্যকালীন কোর্স, পেশাদার বা এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও ভাষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না। একইভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সংযুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরাও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

২) **আজীবন সদস্য:**

ছাত্র সংসদের নির্বাহী কমিটি উপাচার্যের সম্মতিক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো প্রাক্তন শিক্ষার্থী গুণী ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট হলে সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদ প্রদান করতে পারবে। তবে এ সদস্যপদ গ্রহণের জন্য সদস্যপদ ফি ন্যূনতম ৫০,০০০/- টাকা অনুদান প্রযোজ্য হবে। তবে তিনি হলের কোন নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোটার হতে পারবেন না।

৩) **সদস্যপদ বাতিল:**

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য ফিসমূহ পরিশোধ না করার কারণে যেসব শিক্ষার্থীর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং যাদের নাম বাদ দেয়ার তারিখ থেকে ৯০ দিন পেরিয়ে গেছে, অথবা যাদের অন্য কোনো কারণে অপসারণ বা ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে, তারা হল ছাত্র সংসদের সদস্য/ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন না;

খ) আদালত কর্তৃক যৌক্তিক কারণে দোষী সাব্যস্ত হলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রত্ব বাতিল করা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর সদস্যপদ বাতিল হবে।

৩. কার্যনির্বাহী কমিটি :

ক) কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত পদাধিকারী এবং ৩ জন নির্বাহী সদস্য নিয়ে গঠিত হবে:

১. সভাপতি
২. কোষাধ্যক্ষ
৩. সহ-সভাপতি
৪. সাধারণ সম্পাদক
৫. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
৬. খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক
৭. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক
৮. দপ্তর সম্পাদক
৯. রিডিংরুম, ডাইনিং ও হল লাইব্রেরি সম্পাদক
১০. সমাজসেবা, পরিবেশ ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক
১১. বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১২. স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক
১৩. যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক
১৪. নির্বাহী সদস্য - ৩ জন

খ) কার্যনির্বাহী কমিটি সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির জন্য দায়ী থাকবে।

ঘ) হল সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী না হলে তাদের পদচ্যুতি ঘটবে। তবে, কোনো সদস্য যদি পরীক্ষার্থী হন, প্রভোস্ট তার পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল রাখার অনুমতি দিতে পারবেন।

ঙ) নির্বাচনের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হওয়ার পর সভাপতি বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিকে প্রদান করার তারিখ নির্ধারণ করবেন।

৪. পদাধিকারী ও তাঁদের কর্তব্য:

(১) সভাপতি :

ক) সভাপতি হল ছাত্র সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ বা সভাপতির মনোনীত অন্য কোনো আবাসিক শিক্ষক সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সাধারণ সম্পাদক সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। হল ছাত্র সংসদের বা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্বকারী ওই সভার সভাপতি (Chairperson) হিসেবে অভিহিত হবেন।

খ) হল সংসদের সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ও মর্যাদার স্বার্থে যেকোনো বিষয়ে ভেটো প্রদানের অধিকার রাখবেন।

গ) সভাপতির অনুমোদনপ্রাপ্ত না হলে কোনো আলোচ্য বিষয় সভায় আলোচনা করা যাবে না।

ঘ) কোনো বক্তা তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে কিছু বললে, সভাপতি তাকে থামতে নির্দেশ দিবেন এবং ঐ বক্তাকে সে নির্দেশ অবিলম্বে মানতে হবে। এটি হলের সার্বিক পরিবেশ রক্ষার্থে আবশ্যক।

ঙ) সভার শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সভার সভাপতি প্রয়োজনে যেকোনো সদস্যকে সভায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করে সভা থেকে বহিস্কার করতে পারবেন।

চ) উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে প্রভোস্ট তাঁর বিবেচনায় যতদিন প্রয়োজন মনে করবেন ততদিনের জন্য হল ছাত্র সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখতে পারবেন।

ছ) হল ছাত্র সংসদের সভায় কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখাত হলে উক্ত প্রস্তাব পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুনরায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করা যাবে না।

জ) সভাপতি হলের আবাসিক শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজনকে হল সংসদের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করবেন।

ঝ) সভার সভাপতি হল ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং যেখানে কোনো বিধি নেই, সেখানে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। সভাপতির এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে ।

(২) কোষাধ্যক্ষ:

ক) কোষাধ্যক্ষ হল ছাত্র সংসদের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং আর্থিক বিষয়াদির সার্বিক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করবেন ।

খ) সকল ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং বাজেটের বাইরে কোনো ব্যয় না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

গ) এছাড়াও তিনি হিসাবরক্ষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা' পর্যবেক্ষণ করবেন।

(৩) সহ-সভাপতি:

ক) সহ-সভাপতি হল ছাত্র সংসদের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সকল সম্পাদকগণ তাদের ব্যয়ের প্রাক্কলন সহ-সভাপতির মাধ্যমে কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন।

গ) দায়িত্বের মেয়াদ শেষে সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় হল ছাত্র সংসদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও হিসাব বিবরণী তৈরি করে তা' নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

ঘ) সহ-সভাপতির অতিরিক্ত দায়িত্বসমূহ:

১. সহ-সভাপতি হল ছাত্র সংসদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. হলের শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবেন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।

৪. হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন।

৫. হলে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমন্বয় বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবেন।

(৪) সাধারণ সম্পাদক:

ক) সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক হল ছাত্র সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন এবং এজেন্ডা প্রস্তুত করবেন।

খ) তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন এবং তা' পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

গ) হল ছাত্র সংসদের পক্ষে সকল চিঠিপত্র ও যোগাযোগ পরিচালনা করবেন।

ঘ) হল ছাত্র সংসদের সম্পদের দায়িত্বে থাকবেন এবং কোষাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৩,০০০/- টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবেন এবং খরচের রসিদ সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।

(৫) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক:

ক) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাধারণত সাধারণ সম্পাদককে হল ছাত্র সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

গ) তিনি হল ছাত্র সংসদের কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্বে থাকবেন।

(৬) খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক:

ক) তিনি হলের সকল ধরনের ইনডোর ও আউটডোর গেমস এন্ড স্পোর্টস আয়োজন করবেন এবং টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বিভিন্ন টিম ক্যাপ্টেন ও কোষাধ্যক্ষের সহায়তায় ক্রীড়া বিভাগীয় বাজেট প্রস্তুত করে নির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন।

খ) ইনডোর গেমস রুমের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবেন।

(৭) সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক:

ক) সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক হলের ম্যাগাজিন প্রকাশের দায়িত্বে থাকবেন এবং বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা সভা, সাহিত্য সভা ইত্যাদি আয়োজন করবেন।

খ) তিনি ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সম্পাদক হিসেবেও কাজ করবেন।

(৮) দপ্তর সম্পাদক:

ক) তিনি হল সংসদ অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি করবেন।
খ) ফাইলিং, ডকুমেন্টেশন ও রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।
গ) সভার সময়সূচী নির্ধারণ করবেন ও সকলকে জানাবেন।
ঘ) ফোন কল, ই-মেইল, চিঠি ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে জবাব দিবেন।
ঙ) অফিস সরঞ্জাম ও উপকরণ সংরক্ষণ করবেন।

(৯) রিডিং রুম, ডাইনিং ও হল লাইব্রেরি সম্পাদক:

ক) তিনি হল ছাত্র সংসদের রিডিং রুম, ডাইনিং ও লাইব্রেরি তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।
খ) বই ও পত্রিকার তদারকি, দৈনিক প্রাপ্ত পত্রিকার তালিকা সংরক্ষণ, এবং চাহিদানুযায়ী বই ও পত্রিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করবেন।
গ) তিনি হলের টিভি রুম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

(১০) সমাজসেবা, পরিবেশ ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক:

ক) তিনি শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমন, স্বাক্ষরতা কর্মসূচি, সমাজ সেবা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের আয়োজন করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন।
খ) সবুজ ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ-সচেতনতামূলক কার্যক্রম, জনসচেতনতা র‍্যালি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

(১১) বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক:

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাডেমিক গবেষণার প্রচার-প্রচারণার পাশাপাশি তাদেরকে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
খ) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ গবেষক ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করবেন;
গ) সংবিধির পরিশিষ্ট (গ)-এ উল্লিখিত সম্পাদকীয় বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন;
ঘ) শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করবেন ও এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের International Affairs Office- এর সাথে যোগাযোগ রাখবেন।
ঙ) বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম ও কর্মশালার আয়োজন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, হ্যাকাথন বা টেক কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা তহবিল, ল্যাব সুবিধা বা মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখবেন;
চ) ডিজিটাল জ্ঞানার্জন ও প্রযুক্তি-সচেতনতা বৃদ্ধি, সাইবার সিকিউরিটি, ডিজিটাল প্রাইভেসি বা জাল তথ্য (Fake News) সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালানো। ক্যাম্পাসের ডিজিটাল সমস্যা (যেমন- ওয়াইফাই, সফটওয়্যার লাইসেন্স) সমাধানে উদ্যোগ নেবেন;

(১২) স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক:

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি, মানসিক স্বাস্থ্য, মহামারী ও মাদকাসক্তির নেতিবাচকতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন;
খ) শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখবেন;
গ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তদান কর্মসূচি ও ডেন্টাল ক্যাম্পসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করবেন;
ঘ) অসুস্থ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তত্ত্বাবধান করবেন;
ঙ) স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন, তথ্যচিত্র, পোস্টার ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও কর্মসূচীর বিষয় প্রচার করবেন।

(১৩) যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক:

ক) শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবেন;
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন, বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী পরিবহন ও অন্যান্য যোগাযোগ বিষয়ক সমস্যা নিরসনে কাজ করবেন;
গ) প্রয়োজনে নতুন আবাসন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবেন।

(১৪) নির্বাহী সদস্য:

ক) নির্বাহী সদস্যবৃন্দ সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দকে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবেন।
খ) সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. শূণ্যপদ পূরণ:

নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য পদত্যাগ করলে, পদ থেকে অপসারিত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট শূন্যপদটি কার্যনির্বাহী কমিটির উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা যাবে। নবনির্বাচিত সদস্য অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. সভাসমূহ:

ক) হল সংসদের দুই প্রকার সভা অনুষ্ঠিত হবে:
১) সাধারণ সভা
২) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা
খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ মিলে সভার কোরাম হবে, তবে বাজেট সভার ক্ষেত্রে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যা অনুযায়ী কমপক্ষে ৫০% সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। স্থগিত সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হবে না।
গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার জন্য কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে এবং হল সংসদের সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে স্পষ্ট নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে জরুরি সভার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
ঘ) হল সংসদের সভা আহ্বানের জন্য সংসদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র সভাপতির নিকট পেশ করা হলে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে সভার নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ দিন পূর্বে ওই সভা সম্পর্কে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদেরকে অবহিত করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করবেন;
ঙ) যে কোন জরুরি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত সভাপতি সর্বনিম্ন ২ ঘন্টার নোটিশে জরুরি সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৩. কোনো আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কার্যক্রম হবে পূর্ববর্তী একই ধরণের সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা। একবার অনুমোদিত হলে, তা' ঐ সভার প্রকৃত কার্যবিবরণী হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য অন্তত ১০০ জন, বা হল ছাত্র সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সদস্য স্বাক্ষরিত আবেদন সভাপতির নিকট দাখিল করা যাবে। এমন আবেদন পাওয়ার পর, সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে কমপক্ষে দুই দিন পূর্বে সভার নোটিশ প্রদানের নির্দেশ দিবেন।

৭. সভার শৃঙ্খলা বিধি (Rules of Discipline in the Meeting):

ক) প্রতিটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে ১ জন সমর্থনকারী (seconder) থাকতে হবে, অন্যথায় প্রস্তাবটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) কোনো সদস্য একটি প্রস্তাবের উপর একাধিকবার বক্তৃতা দিতে পারবেন না। তবে প্রস্তাবকারী প্রস্তাবটি ভোটের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে উত্তর দেওয়ার অধিকার রাখবেন।

গ) প্রস্তাবের উপর সংশোধনী (amendment) উত্থাপন করা যেতে পারে। সংশোধনী উত্থাপিত হলে, প্রত্যেক সদস্য মূল প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য দিলেও সংশোধনীটির ওপর বক্তব্য দেওয়ার অধিকার থাকবে। সংশোধনী নিয়ে সকল বক্তৃতা শেষ হলে, মূল প্রস্তাবের প্রস্তাবকারী সংশোধনীর আগে উত্তর দেওয়ার অধিকার রাখবেন। সভাপতি মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনীটি পড়ে শোনাবেন এবং প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, "প্রস্তাবটি কি সংশোধিত হবে?" যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এর বিরোধিতা করেন, সংশোধনীটি বাতিল হবে এবং মূল প্রস্তাবের ওপর আলোচনা চলবে। যদি সংশোধনী গৃহীত হয়, তবে সংশোধিত প্রস্তাবটিই আলোচনার জন্য উন্মুক্ত হবে এবং যিনি মূল প্রস্তাব বা সংশোধনীর উপর পূর্বে বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনি আর বক্তব্য দিতে পারবেন না, কেবল মূল প্রস্তাবকারী চূড়ান্তভাবে ভোটের আগে উত্তর দেওয়ার অধিকার রাখবেন।

ঘ) কোনো সদস্যের নামে কোনো প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যে তালিকাভুক্ত থাকলে এবং যদি তিনি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে উক্ত প্রস্তাব আলোচনা করা যাবে না।

ঙ) কোনো সদস্য আলোচনা চলাকালীন বক্তব্য দিতে চাইলে, তাকে পূর্ববর্তী বক্তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর নিজ আসন থেকে দাঁড়াতে হবে। একাধিক সদস্য একযোগে বক্তব্য দিতে চাইলে, কে আগে বলবেন তা' সভাপতির বিবেচনায় নির্ধারিত হবে।

চ) সভাপতি অন্য যেকোনো সদস্যের মতো প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপন ও সমর্থন করার এবং সভায় বক্তব্য রাখার অধিকার রাখেন।

ছ) আলোচনার সময়ে যে কোনো সদস্য, বিধিসম্মত কোনো বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। যদি কোনো সদস্য বক্তৃতারত অবস্থায় থাকেন এবং ওই সময় অন্য কোনো সদস্য বিধিসম্মত আপত্তি উত্থাপন করেন, তবে বক্তৃতা অবিলম্বে স্থগিত থাকবে যতক্ষণ না সভাপতি বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন। উত্থাপিত বিধিসম্মত আপত্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের একমাত্র কর্তৃত্ব সভাপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। প্রয়োজনে, সভাপতি স্বপ্রণোদিতভাবে বা অন্য কোনো সদস্যের অনুরোধে বক্তৃতারত সদস্যকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন। যদি উক্ত সদস্য সভাপতির নির্দেশ অমান্য করেন, তবে সভাপতি তাকে বসে যাবার নির্দেশ দিতে পারেন। সেই সদস্য যদি এই নির্দেশও অমান্য করেন, তবে সভাপতি তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও সাময়িকভাবে তার সদস্য পদ স্থগিত বলে ঘোষণা করতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অবিলম্বে সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে।

জ) কোনো প্রস্তাব বা সংশোধনী ভোটের জন্য উপস্থাপন করার সময়, সভাপতি প্রথমে হাত তুলবার মাধ্যমে সদস্যদের মতামত নেবেন এবং ফলাফল ঘোষণা করবেন। যদি কোনো সদস্য ঐ ঘোষণায় সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি সাথে সাথেই নিজের আসন থেকে উঠে ভোট বিভাজন (division) দাবি করতে পারেন। এইক্ষেত্রে সভাপতি গঠনতন্ত্রের ৮(৯) ধারা অনুসারে ভোট বিভাজনের নির্দেশ দেবেন।

ঝ) সভাপতি ভোটদানের অধিকার সংরক্ষণ করবেন এবং ভোটের সংখ্যা সমান হলে তিনি নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদান করবেন।

ঞ) হল ছাত্র সংসদের যে কোনো সদস্য নির্বাচিত পদাধিকারীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে অন্ততঃ তিন দিন আগে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী পরবর্তী সভায় উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাঠ করবেন এবং তা' নিয়ে আলোচনা হতে পারবে। উক্ত প্রশ্ন সভাপতির মাধ্যমে পেশ করতে হবে এবং প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য কি না সে বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

৮. নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি:

ক) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রতি বছর উপাচার্য কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন;

খ) উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী বিধিমালা প্রস্তুত করবে যা উপাচার্যের অনুমোদনের পর কার্যকর হবে;

গ) হল সংসদের প্রত্যেক নিয়মিত সাধারণ সদস্য হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভোটদানের এবং কমিটির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী হবেন (সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের পদ ব্যতীত);

ঘ) নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সদস্যের নাম অবশ্যই একজন বৈধ শিক্ষার্থী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং অন্য একজন বৈধ শিক্ষার্থী সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে সমর্থিত হতে হবে;

ঙ) মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সময়, প্রত্যেক প্রার্থীকে স্বয়ং অথবা (লিখিতভাবে অনুমোদিত) কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তার সম্মতি লিখিতভাবে জানাতে হবে;

চ) প্রত্যেক প্রার্থী পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে মনোনীত হবেন;

ছ) প্রতিটি মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রার্থী কর্তৃক বা তার প্রস্তাবক/সমর্থকের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে;

জ) নির্বাচনে মনোনীত কোনো প্রার্থী তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রত্যাহারপত্র জমা দিতে হবে;

ঝ) নির্বাচন কমিশনার নিজে অথবা তাঁর নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন আয়োজন এবং এর তারিখ ও সময় নির্ধারণের দায়িত্ব উপাচার্যের ওপর ন্যস্ত থাকবে;

ঞ) নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের তারিখ, সময় এবং স্থান সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে অবহিত করবেন;

ট) নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র যাচাই করবেন এবং যেকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি করে নিয়ম অনুযায়ী বৈধ না হলে উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। বাতিলের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করতে হবে;

ঠ) মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় নির্বাচনের প্রার্থীরা স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারবেন অথবা নিজেদের অনুমোদিত কোনো প্রতিনিধি রাখতে পারবেন;

ড) ভোট গণনার সময় প্রার্থী তাঁর লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন বৈধ শিক্ষার্থীকে এজেন্ট হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন;

ঢ) নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ বা আপত্তি ফলাফল প্রকাশের ৩ দিনের মধ্যে সভাপতির কাছে দাখিল করতে হবে এবং এ বিষয়ে উপাচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯. বার্ষিক বাজেট:

১. নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট মেয়াদের খরচের বাজেট প্রস্তুত করবে এবং দায়িত্ব গ্রহণের ১৪ দিনের মধ্যে তা' হল ছাত্র সংসদের সামনে উপস্থাপন করবে।

২. বাজেট সভার কমপক্ষে ২ দিন পূর্বে খসড়া বাজেট বিজ্ঞপ্তি বোর্ডে প্রকাশিত হবে। হল ছাত্র সংসদের সদস্যদের বাজেট আলোচনা সভায় বাজেট সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার থাকবে। সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত বাজেটই সংশ্লিষ্ট মেয়াদের জন্য হল ছাত্র সংসদের কার্যকর বাজেট হিসেবে বিবেচিত হবে।

১০. ক্রীড়া উপকরণ ক্রয় সংক্রান্ত বিধি:

ক) প্রত্যেক মেয়াদের শুরুতে ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাহী কমিটির নিকট সংশ্লিষ্ট মেয়াদের অনুমোদিত বাজেটের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ক্রীড়া সরঞ্জামের একটি তালিকা উপস্থাপন করবেন এবং সভাপতির অনুমোদন নিবেন।

খ) সভাপতি ক্রীড়া সম্পাদকের সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করবেন এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সর্বোত্তম দরপত্র অনুমোদন করবেন।

গ) ক্রীড়া বিভাগের জন্য ক্রয়কৃত সমস্ত সামগ্রী ও ক্রীড়া সরঞ্জাম হল ছাত্র সংসদের সীল থাকবে এবং তা প্রোভোস্টের অফিসে হস্তান্তরিত হবে।

ঘ) প্রভোস্ট ক্রীড়া সম্পাদক কর্তৃক স্টক রেজিস্টারে করা এন্ট্রিগুলো যাচাই করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রী ও ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রীড়া সম্পাদকের নিকট হস্তান্তর করবেন।

ঙ) সকল ক্রীড়া সামগ্রীর ক্রয়াদেশ ক্রীড়া সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

১১. অধিনায়ক নির্বাচন পদ্ধতি:

প্রত্যেক দলের অধিনায়ক তাদের দলের এমন খেলোয়াড়দের তালিকা সংরক্ষণ করবেন যারা হলের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ, প্রীতি ম্যাচ এবং অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিটি সেশনের শেষে তিনি সভাপতি বরাবর একটি পূর্ণাঙ্গ খেলোয়াড় তালিকা জমা দিবেন, যাতে প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নামসহ অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ অনুশীলন ম্যাচে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়দের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঐ তালিকায় থাকা খেলোয়াড়দের ভোটে পরবর্তী সেশনের অধিনায়ক নির্বাচিত হবে। যদি কোনো দলের অধিনায়ক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তালিকা জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে সভাপতি নিজে ঐ দলের অধিনায়ক মনোনীত করবেন।

১২. নিরীক্ষা বোর্ড:

সভাপতি কর্তৃক মনোনীত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষা বোর্ড গঠিত হবে। উক্ত বোর্ড প্রতি বছর ২ বার হল সংসদের হিসাবপত্র পর্যালোচনা করবে। বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত:পক্ষে একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক নিরীক্ষা বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন, তবে তিনি বোর্ডের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন না। নির্বাহী কমিটি প্রস্তাবের

মাধ্যমে সচিবকে নিরীক্ষা বোর্ডের সভা আহ্বান করার নির্দেশ দিতে পারবে। নিরীক্ষা বোর্ডের প্রতিবেদন সচিব কর্তৃক নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৩. গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট প্রয়োজনবোধে বা প্রভোস্টের সুপারিশক্রমে এই গঠনতন্ত্রের যে কোনো বিধি বা অংশ সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন করতে পারবে, যা সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো তারিখ হতে কার্যকর হবে। তবে, হল ছাত্র সংসদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের লিখিত আবেদনক্রমে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব সভাপতির মাধ্যমে সিন্ডিকেটে পেশ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট - ক

ক্রীড়া কমিটি

ক) সভাপতি :-	সংসদের সভাপতি (পদাধিকার বলে)
খ) কোষাধ্যক্ষ :-	কোষাধ্যক্ষ (পদাধিকার বলে)
গ) সম্পাদক :-	সংসদের খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক (পদাধিকার বলে)
ঘ) সদস্য :-	১) সভাপতি, ক্রীড়া উপদেষ্টা কমিটি, চ.বি. ২) শারীরিক শিক্ষা পরিচালক ৩) সংসদের সহ-সভাপতি ৪) সহ- খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক

পরিশিষ্ট - খ

ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ড

ক) চেয়ারম্যান :-	সংসদের সহ-সভাপতি (পদাধিকার বলে)
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক :-	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত
গ) সম্পাদক :-	নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত
ঘ) সহকারী সম্পাদক(গণ) :-	নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত
ঙ) সংসদের সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক :-	(পদাধিকার বলে)

পরিশিষ্ট - গ

জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ড

ক) চেয়ারম্যান :-	সংসদের সহ-সভাপতি (পদাধিকার বলে)
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষক :-	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত
গ) সম্পাদক :-	নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত
ঘ) সহকারী সম্পাদক(গণ) :-	নির্বাহী কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত
ঙ) সংসদের গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পাদক :-	(পদাধিকার বলে)
চ) সংসদের বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক :-	(পদাধিকার বলে)